গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল ১১ দিকে উপজেলার হিজলবাড়িয়া-সাহারবাটি সড়কের কৃষক নিয়ামত আলী ও দানেজ আলীর পেয়াজ ও ভুট্টো ক্ষেতের রাস্তার পাশ থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

‎‎সাহারবাটি গ্রামের স্থানীয় বিএনপি নেতা আবু বক্কার জানান, বিএনপি নেতাকর্মীদের ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা বোমা রেখেছে বলে তিনি ধারণা করছেন।

‎‎এলাকার স্থানীয় মানুষ মনে করেন, বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি সড়কে ডাকাতি কিংবা বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্য আতঙ্ক সৃষ্টি বা,কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হতে পারে বলে ধারণ করেন।

গাংনী থানার এস আই অঙ্কুশ কুমার জানান, স্থানীয়দের সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল থেকে লাল টিপ দিয়ে মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রেখে প্রাথমিক অবস্থায় নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

‎‎এ ব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে বিএনপি নেতার দোকানের

সামনে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও কাফনের কাপড় রেখে প্রাণনাশের হুমকি

গাংনীর গোপালনগর গ্রামের বিএনপি নেতার দোকানের সামনে থেকে দুইটি বোমা সদৃশ্য বস্তু, কাফনের কাপড়ের টুকরো ও প্রাণনাশের হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামের বটতলা মোড় থেকে থানা পুলিশ এগুলো উদ্ধার করে।

জানা গেছে, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে একটি বাজারকরা ব্যাগের মধ্যে দুটি বোমা, কাফনের কাপড়ের টুকরো ও একটি চিরকুট রেখে যায় দূর্বৃত্তরা। হাতে লেখা চিরকুটে বিএনপি নেতা রবিউল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে লেখা ‘ ‘রবিল/মরার জন, তৌরি হয়। বোমা ও কাপন, পাঠালাম।‘‘ নিচে তিনটি দাগের মধ্যে দুই বার ‘লাল’ ‘লাল’ লেখা রয়েছে।

সকালে পাশের চা দোকানী আরশাদ আলী প্রথমে এগুলো দেখতে পান। পরে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে গাংনী থানার এসআই শিমুল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এগুলো উদ্ধার করেন।

স্থানীয়রা জানান, আরশাদ আলীর দোকানের পাশেই রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের মুদি দোকান।

এব্যাপারে গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন করা নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে দ্বন্দের জেরে এগুলো রাখা হতে পারে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পলিশ পাঠিয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি পানিতে চুবিয়ে নিষ্ক্রিয় করে থানায় নেওয়া হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার, কিন্তু বোমাটি ছিলো নকল

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে একটি একতলা বাড়ির ছাদ থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানায় পুলিশ। উত্তেজনা পূর্ণ দিন অতিবাহিত করার পর রাতে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এসে জানালো নকল বোমা।

গতকাল শুক্রবার (১লা ডিসেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে (৩:৩০) গোপন খবরের ভিত্তিতে পিরোজপুর পুলিশ ফাড়ির সদস্যরা পিরোজপুর বাজার পাড়ার নইমুদ্দিনের ছেলে মোঃ মিঠুন (২৫) এর একতলা বসতবাড়ীর ছাদে বোমা সাদৃশ্য বস্তু থাকায় অভিযোগে বাড়িটি ঘিরে রেখেছিলো।

পিরোজপুর পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক অনুসন্ধানে ঘটনাটির সাথে মিঠুনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যগণ ঘটনাস্থলে এসে বাড়ির দরজা খুলতে বললে বাড়ির সদস্যগণ গেইট খুলে দেয়। এরপর বাড়ির ছাদে গেলে একটি সিমেন্টের ব্যাগে লালটেপ প্যাচানো অবস্থায় ২ টি বোমাসদৃশ কৌটা ও পত্রিকার কাগজে মোড়ানো অবস্থায় ১ টি অজ্ঞাত বস্তু দেখতে পেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করলে র্যাবের একটি বিশেষ দল এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে ঘটনাস্থলে আসার আহ্বান জানায়।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘উদ্ধারকৃত বস্তুু দুটি বোমা কি না নিশ্চিত হতে পরীক্ষা- নিরীক্ষার প্রক্রিয়া চলছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

গাংনী র্যাব সিপিসি-১২ ক্যাম্পের কমান্ডার সরকারি পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসেছে। বোমাটি সেখানেই পুলিশ ঘির। যশোর থেকে বোমা ডিসপোজাল

ইউনিটের সদস্যরা আসছেন। এরপর বিস্তারিত বলা যাবে। ‘

সন্ধ্যায় বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের টিম এসে পরিক্ষা নিরিক্ষা করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসব্রিফিং করে জানায় উদ্ধারকৃত বোমা সদৃশ্য বস্তু গুলি নকল বোমা।